কিতাবুত তাওহীদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১ হতে ৬৭ তম অধ্যায়

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহহাব

৪৪ - ‘আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন’ বলা

১- কুতাইলা হতে বর্ণিত আছে, একজন ইহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর কাছে এসে বললো, ‘আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন।’ কারণ আপনারা বলে থাকেন, ماشاءالله وشئت আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন والكعبة অর্থাৎ কাবার কসম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে ورب الكعبة ‘কাবার রবের কসম আর যেন ماشاء الله ثم شئت আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন’ একথা বলে। (নাসায়ী)

২। ইবনে আববাস রা. হতে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল-াম এর উদ্দেশ্যে বললো, ماشاء الله وشئت [আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, أجعلتنى لله ندا “তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরিক করে ফেলেছো?” আসলে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, তা একক ভাবেই করেছেন।

৩। আয়েশা রা. এর মায়ের দিক দিয়ে ভাই, তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লাহর পুত্র না বলতে। তারা বললো, ‘তোমরাও অবশ্যই একটি ভাল জাতি যদি তোমরা ماشاء الله وشاء محمد [আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন] এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, ‘ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র’ এ কথা না বললে তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বললো, ‘তোমরাও ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন।’ সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম এবং তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, ‘এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছো?” বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, “তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলেছো, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা ماشاء الله وشاء محمد অর্থাৎ ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ স. যা ইচ্ছা করেছেন’ একথা বলো না বরং তোমরা বলো, ماشاء الله وحده অর্থাৎ ‘একক আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন।”

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদীরাও অবগত আছে।

২। কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি أجعلتنى لله ندا ‘তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরিক বানিয়েছো?’ [অর্থাৎ ماشاء الله وشئت এ কথা বললেই যদি শিরক হয়] তাহলে সে ব্যক্তি অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি বলে, يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك হে সৃষ্টির সেরা, আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং [এ কবিতাংশের] পরবর্তী দুটি লাইন। [অর্থাৎ উপরোক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরনের শিরকী গুনাহ হবে।]

৪। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী وكذا كذا يمتعنى দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে আকবার [বড় শিরক] এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

৫। নেক স্বপ্ন অহীর শ্রেণীর্ভূক্ত।

৬। স্বপ্ন শরিয়তের কোন কোন বিধান জারির কারণ হতে পারে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5120

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন